পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

২৯শে শ্রাবণ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই আগষ্ট ১৯৮২ ইং ॥ ২৪শে শাওয়াল ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

১৫ই অগাষ্ট ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | |
|---|---|---|
| * তরজামাতুল কুরআন<br>সূরা নিসা ( ৫ম ও ৬ষ্ঠ পারা, ২১শ রুকু ) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)<br>অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া | ১ |
| * হাদীস শরীফ : 'ঈমানের হেফাজত ও লজ্জা-শরম' | এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার | ২ |
| * অমৃত বাণী : | হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৩ |
| * জুমার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৫ |
| * 'দুইটি ঐতিহাসিক ভাষণ' | অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১৩ |
| * সংবাদ | সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ২০ |

## পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার হার বৃদ্ধি

এতদ্বারা পাক্ষিক আহমদীর সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাকে জানান যাইতেছে যে, বর্তমানে বাজারে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি এবং কাগজ কালী ইত্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ১৫'০০ ( পনর ) টাকার স্থলে ২০'০০ ( বিশ ) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। পূর্বের চাঁদা পরিশোধ করিয়া নতুন হারে চাঁদা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা দুঃখিত।

উল্লেখযোগ্য যে, ৮২ সালের মে হইতে ইহা কার্যকর করা হইয়াছে।

ম্যানেজার—"পাক্ষিক আহমদী"

## কৃতি ছাত্র

সিলেট জিলার অন্তর্গত বরচর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ আবু নছর মোহাম্মদ মাসুদ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোঃ ফয়জুল হক ( ফয়ছল ) প্রাইমারী মেধা পরীক্ষায় সেকেণ্ড গ্রেডে বৃত্তিলাভ করেছে।

তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জামাতের সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই অগাষ্ট ১৯৮২ইং : ১৫ই জুহুর ১৩৬১ হিঃ শামসী

## সুরা নিসা

[ মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে ]

**৫ম পারা** **২০শ রুকু**

### ২১ রুকু

১৪৩। নিশ্চয় মুনাফেকগণ আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারনার শাস্তি দিবেন ; এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায় তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায় এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা কমই স্মরণ করে।

১৪৪। তাহারা ইহার ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণও ঔদাসীন্যের ) মধ্যে দোটানাঅবস্থায় আছে। তাহারা ইহাদের অর্থাৎ ( মোমেনদের ) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের অর্থাৎ ( কাফেরদের ) মধ্যেও নহে এবং যাহাকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেন, তুমি তাহার ( নাজাতের ) জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১৪৫। হে মোমেনগণ! তোমরা কখনও মোমেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ; তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌কে খোলাখুলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ।

১৪৬। নিশ্চয় মুনাফেকগণ জাহান্নামের নিম্নতমদেশে অবস্থান করিবে এবং তুমি কখনও তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

১৪৭। তাহারা ব্যতীত যাহারা তওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে এবং আল্লাহ্‌কে মজবুত ভাবে ধরে ( এবং তাঁহার হিফাজত চাহে ) এবং নিজেদের এবাদতকে আল্লাহ্‌র জন্য বিশুদ্ধ ( করিয়া পালন ) করে ; সুতরাং এই সব লোক মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ মোমেনদিগকে অতি সত্বর মহা পুরস্কার দান করিবেন।

১৪৮। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিয়া কি করিবেন ? নিশ্চয় আল্লাহ্ গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।

( ৪-এর পাতায় দেখুন )

# হাদিস শরীফ

## ঈমানের হেফাজত ও লজ্জা-শরম

হযরত নো'মান বিন বশীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :—"হালাল (সিদ্ধ) ও হারাম (অসিদ্ধ) সুস্পষ্ট, কিন্তু উহাদের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যাহা অধিকাংশ লোক জানে না। সুতরাং যাহারা সন্দেহজনক বিষয় হইতে বাঁচিয়া চলে, তাহারা নিজেদের ধর্ম ও মর্যাদাকে রক্ষা করে এবং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়াদির মধ্যে পড়ে, সে যথাসম্ভব হারামের মধ্যেই পতিত হয়, অথবা অপরাধ করিয়া বসে। ঐরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রাখালের ন্যায়, যে নিষিদ্ধ এলাকার কাছাকাছি তাহার মেষপালকে চরিতে দেয়। উহার ফলে যথাসম্ভব তাহার মেষপাল নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবিষ্ট হয়। সাবধান! প্রত্যেক রাজার একটি ঐরূপ রক্ষীত এলাকা থাকে, যাহার মধ্যে কাহারও জন্য প্রবেশাধিকার নাই। স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ্তায়ালার তদ্রূপ রক্ষীত এলাকা হইল তাঁহার হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়াদি। আরও শুন যে মানবদেহে একটি মাংস-পিণ্ড আছে, যতক্ষণ উহা সুস্থ থাকে, ততক্ষণ সারা দেহ সুস্থ থাকে এবং যখন উহা খারাপ ও ব্যধিগ্রস্থ হয়, তখন সারা দেহ রুগ্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। খুব উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে যে, সেই মাংস-পিণ্ডটি হইল মানবহৃদয়।" (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :—"ঈমানের ষাট বা সত্তর বা তদুর্ধ ভাগ আছে। উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগটি হইল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলা এবং উহার সাধারণ ও সহজ অংশ হইল পথ হইতে অনিষ্টকর জিনিস দূর করিয়া দেওয়া। লজ্জা-শরমও ঈমানের অঙ্গ।" (মুসলিম)।

হযরত আবু মসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—পূর্ববর্ত্তী নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সমূহের মধ্য হইতে যাহা মানুষের নিকট পৌঁছিয়াছে, তন্মধ্যকার একটি হইল : 'যখন কাহারও লজ্জা-শরম লোপ পায়, তখন সে যাহা ইচ্ছা, (অবাধে) তাহাই করে।" (বুখারী)।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এক দিন তাঁহার সাহাবীগণকে বলিলেন : 'আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ এবং সত্যিকাররূপে লজ্জা পোষণ কর। সাহাবীগণ বলিলেন : হে আল্লাহ্র নবী! সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রতি লজ্জা-বোধ দান করিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিলেন, তাহা নয়, বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি লজ্জা রাখে, সে তাহার মাথা এবং উহাতে সন্নিবেশিত ধ্যান-ধারণা গুলির হেফাজত করে ; যে তাহার উদর ও উহাতে সে যে খাদ্য গ্রহণ করে, উহার হেফাজত করে ; যে মৃত্যু ও পরীক্ষা এবং বিপদাবলীকে স্মরণ রাখে ; যে আখেরাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ বর্জন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এইরূপ জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে, সে-ই সত্যিকাররূপে আল্লাহ্র প্রতি লজ্জা পোষণ করে।" (তিরমিযি)

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

# হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

**"খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পূণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরূপিত হও।**

"আমার সমস্ত জামাত, যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন অথবা নিজ নিজ স্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলই যেন এই ওসিয়ত (জরুরী নির্দ্দেশ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যে, এই সেলসেলায় দাখিল হইয়া তাঁহারা যে আমার সহিত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এবং মুরিদ সুলভ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, তাঁহারা যেন সৎজীবন, ন্যায়-নীতি, শিষ্টাচার ও খোদা-ভীতি এবং ধর্ম-পরায়ণতার উচ্চ মার্গে উপনীত হন, এবং কোন প্রকারের উশৃঙ্খলতা, দুষ্কৃতি ও দুশ্চরিত্রতা তাঁহাদের নিকটেও যেন ভিড়িতে না পারে। তাঁহারা যেন পাঁচ ওক্ত বা-জামাত নামাযের পাবন্দ হন, মিথ্যা কথা না বলেন, কাহাকেও মৌখিকভাবেও কষ্ট না দেন, কোন প্রকারের দুষ্কর্মে জড়িত না হন, কোন দুষ্টামী, জুলুম ও অশান্তির ধারণাও যেন তাঁহাদের মনে স্থান না পায়। মোট-কথা, তাঁহারা যেন প্রত্যেক প্রকারের পাপ, অপরাধ, অকরণীয় কাজ, অশোভনীয় কথা, যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনার উত্তেজনা এবং অবৈধ কার্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন, এবং খোদাতায়ালার পাক-দীল, নিরীহ, বিনম্র ও বিনয়ী বান্দারূপে পরিণত হন, এবং কোনও বিষাক্ত পদার্থ যেন তাহাদের সত্তায় বিদ্যমান না থাকে। যে রাষ্ট্র বা সরকারের অধীনে তাঁহাদের জান, মাল ও ইজ্জত সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতি তাঁহারা যেন আন্তরিকা, সততা ও নিষ্ঠার সহিত বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকেন। সমস্ত মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও মহানুভবতাই যেন তাঁহাদের মূলনীতি হয়, এবং খোদাতায়ালাকে যেন ভয় করেন এবং নিজেদের জিহ্বা, হস্ত ও অন্তরের ভাব-ধারণাকে প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্র ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী নীতি ও পন্থা এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা করেন, এবং পাঁচওয়াক্তের নামায অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সহিত কায়েম রাখেন, এবং জুলুম, সীমা-লঙ্ঘন, আত্মসাৎ, উৎকোচ, অন্যের অধিকার হরণ ও অসঙ্গত পক্ষসমর্থন হইতে বিরত থাকেন, এবং কোন প্রকারের অসৎ সংসর্গে না বসেন.....

এই সেই সকল বিষয় ও শর্ত, যাহা আমি প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য, তাঁহারা যেন এই সকল ওসিয়ত (জরুরী নির্দেশ) কার্যকরী করেন এবং আপনাদের উচিত, আপনাদের কোনও মজলিস বা আসরে

যেন কোন রকম অপবিত্রতা, অশ্লিলতা ও হাসি-বিদ্রূপ সুলভ ক্রিয়া-কলাপ না হয়। আপনারা পবিত্র হৃদয়, পবিত্র প্রবৃত্তি ও পবিত্র চিন্তা সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে জীবন যাপন করুন। স্মরণ রাখিও, প্রত্যেক দুষ্কৃতি দমন-যোগ্য নয়। সেইজন্য অবশ্য কর্তব্য, তোমরা যেন অধিকতর সময় ক্ষমা ও উপেক্ষা করার অভ্যাস কর এবং ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন কর। কাহারও উপর অবৈধরূপে আক্রমণ করিবে না। প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবে। যদি কোন সময় তর্ক-যুদ্ধ ( বহস ) কর অথবা কোন ধর্মীয় বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়, তাহা হইলে নম্র ভাষায় এবং ভদ্রতা ও শালীনতা সুলভ ব্যবহার করিবে। যদি কেহ অজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সালাম বলিয়া সেই মজলিস হইতে শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, তোমাদিগকে গাল-মন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটান ও কটু কথা বলা হয়, তাহা হইলে হুঁশিয়ার থাকিবে, যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতার দ্বারা না কর। অন্যথায়, তোমরাও তাহাদের ন্যায়ই সাব্যস্ত হইবে। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাব্যস্ত হও।" ( তবলীগে-রেসালত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪২—৫৪ )

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী

## সুরা নিসা ( প্রথম পাতার পর )

### ষষ্ঠ পারা

১৪৯। আল্লাহ্ ( জনসাধারণের মধ্যে ) মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৫০। যদি তোমরা কোন নেকী প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, অথবা ( কাহারও ) কোন অপরাধ ক্ষমা কর, তবে ( জানিও যে ) আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী ও পরম শক্তিমান।

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলগণের মধ্যে প্রভেদ করিতে চাহে এবং বলে, আমরা কতক ( রসুল )-এর উপর ঈমান আনিব এবং কতক ( রসুল )-কে অস্বীকার করিব, এবং চাহে যে তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিবে;

১৫২। ইহারাই পাকা কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভেদ করে নাই, ইহারাই ঐ সকল লোক- যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই পুরস্কার দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

[ তফসীরে সগীর হইতে ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ]

# জুমার খোৎবা

## সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'

### আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা

[ ২৫শে জুন ১৯৮২ ইং তারিখে মসজিদে মোবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত ]

**কুরআন মজীদ অনুযায়ী নেতৃত্বের ইসলামী দৃষ্টি-ভঙ্গীর মূলে তাকওয়াই কেন্দ্রীয় ও মৌলিক গুরুত্ব বহণ করে।**

**খিলাফতে আহমদীয়ার শক্তির রহস্য, যুগ-খলিফার নিজের তাকওয়া এবং জামাতে আহমদীয়ার সমষ্টিগত তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত।**

**খোদাতায়ালার নিকট সংখ্যার কোন মূল্য নাই, বরং মূল্য রহিয়াছে গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলীর; এবং একমাত্র সেই জনসংখ্যাই বাবরকত হইয়া থাকে, যাহা উচ্চাঙ্গীন গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলীর ফলশ্রুতিতে আপনা আপনি হয়।**

**যখন তাকওয়ার মান সমুন্নত হইয়া চলিয়া যায়, তখন এরূপ চৌম্বিক শক্তির উদ্ভব ঘটে যে দুনিয়ার জনসংখ্যা নিজে নিজেই আকর্ষিত হইয়া চলিয়া আসে।**

**দোওয়া করিতে থাকুন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে কুরআনী পরিভাষা অনুযায়ী যে নেতৃত্বে ভূষিত করিয়াছেন উহা যেন তিনি সদাসর্বদা কায়েম রাখেন।**

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর নিম্নরূপ আয়াতে করীমা পাঠ করেন:

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين
واجعلنا للمتقين اماما ○ (الفرقان: ٧٥)

তারপর বলেন:

এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ্তায়ালা দোওয়ার আকারে মুমেনদিগকে কতক হেদায়েত বা নির্দেশ দান করিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে দুইটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথম কথাটি তো বলা হইয়াছে এই যে, মুমেনগণ তাহাদের রবের নিকট এই দোওয়া করিয়া থাকে যে, "হে প্রভু! তুমিই আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদিগ হইতে আমাদের চক্ষুকে স্নিগ্ধ করার উপকরণ সৃষ্টি কর। আর দ্বিতীয় দরখাস্ত এই করা হইয়াছে যে, চক্ষু স্নিগ্ধ করার এই উপকরণ যেন এমনই রঙের হয় যে আমরা যেন মুত্তাকীদের

নেতা হই, মুত্তাকীদের অধিনায়ক বলিয়া আখ্যায়িত হই, মুত্তাকীদের পিতৃপুরুষ হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চমকাই। ফাসেক, অবাধ্য ও পাপাচারী সন্তান যেন পিছনে রাখিয়া না যাই।

এখানে প্রনিধানযোগ্য প্রথম বিষয়টি হইল এই যে, আমরা চক্ষুর স্নিগ্ধতা লাভের যে দোওয়া করি এবং একে অন্যকে সেই দোওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়া থাকি অর্থাৎ এই দোয়া যে—'হে আল্লাহ্! আমাদের সন্তানদিগকে আমাদের চক্ষুর স্নিগ্ধতার কারণ কর'—এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা সমাদর যোগ্য ও প্রকৃত এবং উল্লেখযোগ্য স্নিগ্ধতার কারণ হইল ইহাই যে সন্তান যেন মুত্তাকী হইয়া গড়িয়া উঠে। কাহারও পক্ষে নিজ সন্তান-দিগকে মুত্তাকী হিসাবে দেখিয়া লওয়া অপেক্ষা চক্ষু শীতল করার অধিকতর সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অতি স্বতঃস্ফুর্ত ও মনোরম ভাবভঙ্গীতে উক্ত বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি এক দোওয়ার আকারে তাঁহার রবের সমীপে নিবেদন জানান:

یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا
جب آئے وقت میری واپسی کا

অর্থাৎ—'হে আমার প্রভো! শেষ বারের মত যখন আমি আমার সন্তানদের প্রতি তাকাইয়া থাকিব, তখন যেন তাহাদিগকে মুত্তাকীর অবস্থায় দেখিয়া ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। চক্ষুর পরম স্নিগ্ধতা মানুষ বিশেষতঃ তখনই কামনা করে যখন সে জীবনের শেষ-প্রান্তে পৌঁছিয়া শেষ বারের মত তাকাইতে থাকে। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার চক্ষু স্নিগ্ধতার নির্যাস ও সারবত্তা ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন যে—

ইয়ে হো মাঁায় দেখ্ লুঁ তাকওয়া সাভি কা
জাব্ আয়ে ওয়াক্ত্ মেরি ওয়াপ্‌সি কা॥

সুতরাং সর্ব প্রথম জামাতে আহমদীয়ার বিশেষভাবে এদিকই মনোযোগ দেওয়া উচিত যে আমরা যেন পিছনে নেক সন্তান রাখিয়া যাইতে সক্ষম হই: ফাসেক ও পাপাচারী কুসন্তান রাখিয়া যেন জগত হইতে বিদায় গ্রহণকারী না হই। এবং ইহার সৌভাগ্য দোওয়া ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না। কেননা (কুরআন করীমের উক্ত আয়াতে) ইহার উপদেশ দোওয়ার রঙেই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এবং বিশেষভাবে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানই উদ্দেশ্য যে, 'যদি দোওয়া করিতে থাক তাহা হইলেই এই অত্যুচ্চ লক্ষ্য অর্জন করিতে পারিবে। যদি শুধু নিজেদের তরবিয়ত ইত্যাদির উপর আস্থাশীল হও, অথবা নিজেদের প্রচেষ্টার উপরই ভরসা কর তাহা হইলে এই মহান লক্ষ্য অর্জনের সৌভাগ্য তোমাদের ঘটিবে না।'

সুতরাং অনেক বেশী দোওয়া করা উচিত নিজেদের সন্তানদের জন্য. এবং সেই দোওয়া শুধু বাচ্চাদের জন্মলাভের পরেই নয়, বরং জন্মের পূর্বেও করা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে তো নবীগণ এরূপ দোওয়া করিয়াছেন যে, শতশত বরং সহস্র সহস্র বৎসর পর জন্মলাভ-কারীদের জন্যও তাঁহারা দোওয়া করিয়াছেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খানা-এ-কা'বার

এমারত তোলা কালীন আদম সন্তানদের শিরোমনি হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে সকল দোওয়া করিয়াছিলেন। সেগুলি হাজার হাজার বৎসর পর জন্মগ্রহণকারী এক শিশুর উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল। শুধু এটুকুই নয় যে, নিজেদের উপস্থিত সন্তানদের জন্যই আপনারা দোওয়া করিবেন, বরং সেই সকল সন্তানের জন্যও দোওয়া করুন যাহারা বংশ পরাম্পরায় জন্মলাভ করিতে থাকিবে এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত আপনাদের 'যুররিয়ত' ও বংশধর হিসাবে দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তাহাদের সকলের জন্য তাকওয়া লাভের দোওয়াকেই অগ্রাধিকার দিন এবং সর্বাপেক্ষা এ দোওয়ার দিকেই মনোযোগী হউন।

দ্বিতীয় কথা আমি ইহা বর্ণনা করিতে চাই যে, واجعلنا للمتقين اماما (—'আমাদিগকে মুত্তাকীদিগের ইমাম বা নেতা ও অধিনায়ক কর')-এর মধ্যে নেতৃত্ব বা অধিনায়কত্ব সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করা হইয়াছে! এবং বলা হইয়াছে যে ইসলামে নেতৃত্ব ও সর্দারী সম্বন্ধীয় কল্পনা হইল দুনিয়ার অপরাপর জাতির (নেতৃত্ব ও সর্দারী সম্বন্ধীয়) কল্পনা হইতে ভিন্ন প্রকার। শুধু জাতিসমূহ নেতৃত্ব বা সর্দারী প্রদত্ত হওয়া কোন মূল্য রাখে না। ফসেক ও পাপাচারী এবং বে-আমল লোকের সর্দারী যদি ভাগ্যে জুটে তাহা হইলে সেই সর্দারী গর্বের পরিবর্তে বরং লা'নত স্বরূপ হইয়া যায়। সুতরাং ফেরাউনের ভাগ্যে যে জাতির সর্দারী লাভ হইয়াছিল উহা তাহার জন্যও এক অভিশাপ ছিল এবং (তাহার) জাতির জন্যও সেই সর্দারী অভিশাপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে সর্দারী বা নেতৃত্বের গুরুত্ব শুধু তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। যদি মুত্তাকী ব্যক্তিগণ তোমাদের পশ্চাতে থাকে, যদি মুত্তাকী লোক তোমাদের অনুগামী হয়, তাহা হইলে সেই সর্দারী বা নেতৃত্বই মনোযোগের ও দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত ও গর্বের বস্তু (?)—গর্বের বস্তু তো বলা যাইতে পারে না, তবে উহা এরূপ যোগ্যতা রাখে যে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে যে নেতৃত্বের কোন মূল্য আছে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিয়া সেইরূপ নেতৃত্ব যেন লাভ হয়। উহা ব্যতীত নেতৃত্ব বা অধিনায়কত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন।

সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন আমরা চিন্তা করি তখন খিলাফতে আহমদীয়ার শক্তির রহস্য দুইটি বিষয়ে নিহিত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। এক, যুগ-খলিফার নিজের তাকওয়ার মধ্যে, আর দ্বিতীয়তঃ জামাতে আহমদীয়ার সমষ্টিগত তাকওয়ার মধ্যে। জামাতের তাকওয়া জামাতগতভাবে যত বৃদ্ধিলাভ করিবে, আহমদীয়তে ততই বেশী মহত্ব ও শক্তির উদ্ভব ঘটিবে। খলিফা-এ-ওয়াক্ত-এর ব্যক্তিগত তাকওয়া যত উন্নতিলাভ করিবে, ততই উত্তম নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব লাভে জামাত ধন্য হইবে। এই দুইটি জিনিস যুগপৎ একই আকারে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংহত হইয়া উন্নতি করিয়া থাকে।

সুতরাং আমাদের দোওয়া থাকা উচিত—আপনাদের আমার জন্য এবং আমার আপনাদের জন্য; আপনারা আপনাদের রবের সমীপে গিরিয়া-জারির সহিত সদা দোওয়া করিতে থাকুন

যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে তাকওয়া নসীব করেন—এরূপ তাকওয়া, যাহা তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং তাঁহার দরগাহে কবুলিয়তের উপযুক্ত হয়। তেমনি আমর সদাসর্বদা এই দোওয়া থাকিবে যে, আমাকেও এবং আপনাদিগকেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাকওয়া দান করেন। কেননা আপনাদের ইমাম এবং 'খলিফাতুল মসীহ' হিসাবে যত অধিকসংখ্যক মুত্তাকীদের জামাত লাভ করার সৌভাগ্য হইবে, ততই অধিক ইসলামের মহা গুরুত্বপূর্ণ খেদমত পালনে আমরা সমর্থ হইব এবং আহমদীয়ত তত অধিক শক্তি ও মহত্বের অধিকারী হইবে। শুধু সংখ্যার কোনই মূল্য নাই। রুহানী জগতে সংখ্যার তোলাদণ্ডে ফজিলত ও শ্রেষ্ঠতা ওজন করা হয় না। যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আবির্ভূত হইলেন, তখন সমগ্র জগতের সাবিক মূল্য একটি মাত্র সত্বা অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তাঁহার পদধূলির সমানও ছিল না। সেই সত্বাই এই জগতে খোদা-তায়ালার একমাত্র স্থলাভিষিক্ত ছিল, এবং সেই একমাত্র সত্তাই ছিল, যাহার খাতিরে সমগ্র বিশ্বজগতকে যদি কোরবান বা বিসর্জন করিয়া দেওয়া হইত, তথাপি আরশে-ইলাহীতে লেশমাত্র শিহরণেরও সৃষ্টি হইত না।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার নিকট মূল্যায়ন হইয়া থাকে গুণগত বৈশিষ্টাবলীর, সংখ্যার কোন মূল্যায়ন হয় না। আর একমাত্র সেই জনসংখ্যাই শুভ ও বরকতের কারণ হইয়া থাকে, যাহা উচ্চাঙ্গীণ গুণগত বৈশিষ্টাবলীর ফলশ্রুতিতে আপনাআপনি হয়। যখন কোন জাতির মধ্যে জীবিত থাকার উপযুক্ত গুণাবলীর সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন তাকওয়ার মান সমুন্নত হয়, তখন এরূপ মহা চৌম্বিক শক্তির উদ্ভব ঘটিয়া থাকে যে, বাহিরে অবস্থিত জগতের সংখ্যা অবলীলাক্রমে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসে এবং তাকওয়ার অধিকারীদের সঙ্গে আসিয়া সংযুক্ত ও সুসংহত হইতে আরম্ভ করে, এমন কি আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে এক নূতন তকদীর প্রকাশিত হয় এবং সংখ্যাগত প্রাধান্য বিস্তারও তাহাদের নসীব হইয়া যায়। কিন্তু সেই সংখ্যাগত প্রাধান্যের মূল্য ও উহার অবস্থান শুধু এটুকুই হইয়া থাকে যে উহা যদি তাকওয়ার অধীনে নসীব হয়, তাহা হইলে উহা সমাদরযোগ্য হয়। যদি উহা তাকওয়ার অধীনে নসীব না হয়। তাহা হইলে উহার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

সুতরাং দ্বিতীয় দোওয়া আমাদের ইহাও করিতে থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে আমরা যেন মুত্তাকীদের সেই জামাত হইতে পারি, যাহাদের মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে জগতের অপর সকল বস্তু কুরবানী হওয়ার যোগ্য হয় এবং জগতে এক আজিমুশ্‌-শান মোজেযা বা অলৌকিকক্রিয়া স্বরূপ ইহা প্রকাশিত হয় যে, মুত্তাকীদের এই জামাত, যাহা সমগ্র বিশ্ব-জগতের নেতাস্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, উহা যেন সমগ্র জগতের খাদিম বা সেবক হইয়া, তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, তাহাদের জন্য সকল প্রকারের কুরবানী পেশ করিয়া, তাহাদের কল্যাণের জন্য দোওয়ায় ব্যপৃত থাকিয়া, তাহাদিগকে নিজেদের সহিত জড়িত ও একীভূত করিয়া চলিয়া যায়।

যুগপৎ নেতৃত্ব ও খাদিম বা সেবক সুলভ অবস্থা—ইহা এরূপ এক ইসলামী কল্পনা, যাহার তুল্য কোন কল্পনা বাহিরের জগতে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই আমাদিগকে এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন ও এই রহস্যটি বুঝাইয়াছেন যে— سيد القوم خادمهم (—জাতির নেতা হইল তাহাদের মধ্যকার তাহাদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি।") যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার নেতা ও অধিনায়ক হইয়া থাক, যদি খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে নেতৃত্বের মুকুট তোমাদের শিরে স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার হকদার হিসাবে ততক্ষণ পর্যন্তই তোমরা কায়েম থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বাকি সমগ্র জগতের খেদমত ও সেবায় নিয়োজিত থাক। যদি (অন্যের নিকট হইতে) খেদমত ও সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নেতা ও সর্দার হইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে সেই নেতৃত্ব বা সর্দারী তোমাদের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। كنتم خير امة اخرجت للناس

("তোমরা হইলে সর্বোত্তম উম্মত যাহাদিগকে মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে।") —আয়াতেও এই সবকই প্রদান করা হইয়াছে যে তোমরা হইলে সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত, কিন্তু এই শর্ত সাপেক্ষে যে মানুষের কল্যাণ ও সেবাকার্যে তোমরা যেন নিয়োজিত থাক। যতদিন এই গুণ তোমাদের মধ্যে কায়েম থাকিবে, আর যত দিন তোমরা খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করিতে থাকিবে, ততদিন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকিবে। আর যখন এই সকল গুণ হইতে তোমরা স্খলিত হইয়া পড়িবে এবং মানবজাতির কল্যাণ ও হিতসাধনে উদাসীন ও পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িবে, তখন উহার পরেই নেতৃত্ব ও সর্দারীর খালাত তোমাদিগের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে।

সুতরাং এই দোওয়াতেও আমাদের রত থাকা উচিত যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে যে সৌভাগ্য দান করিয়াছেন যে আমরা হইলাম সেই জাতি, যাহারা খোদাতায়ালার প্রতিনিধিত্ব করিতেছি, আমরা হইলাম সেই কওম, যাহারা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে জীবিত থাকার উপযুক্ত এবং আমাদের মোকাবিলায় কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন মূল্য ও মর্যাদা রাখে না—আমরা যেন আমাদের এই মোকাম ও মর্যাদা বিস্মৃত না হই যে, এই নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে খেদমত পালনের উদ্দেশ্যেই দান করা হইয়াছে, মানবজাতির কল্যাণ ও হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই দান করা হইয়াছে; তাহাদের উপর রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে নয়; হ্যাঁ, অবশ্য হৃদয়ের উপর রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে বটে, তাহাদের উপর প্রীতি, মমত্ব ও মহব্বতের রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে বটে। আমরা দোওয়া করি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে উত্তমরূপে—অর্থাৎ কুরআন শরীফ যে পরিভাষায় কথা বলে সেই পরিভাষায় নেতৃত্ব দান করেন এবং এই নেতৃত্ব যেন চিরস্থায়ীরূপে কায়েম থাকে।

ইহার পর আমি তাকওয়া সম্বন্ধে একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করিতে চাই। এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিছু পবিত্র ইরশাদ পেশ করিব, যাহাতে তিনি তাকওয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া জামাতকে সম্বোধন করিয়া উপদেশাবলী দান করিয়াছেন।

হযরত ইরবাজ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে আগমন করিয়া এরূপ এক ওয়ায করিলেন, যাহা ছিল বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ ও মহা প্রভাবশীল। উহার ফলে ذ ر فت منها ا لعيو ن —আমাদের চক্ষু বহিতে আরম্ভ করিল, সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিল এবং وجلت منها القلو ب —আমাদের হৃদয়ে কম্পন উপস্থিত হইল। ইহাতে আমার পিতা নিবেদন জানাইলেন যে, হে রসুলুল্লাহ, এই ওয়ায, তো এমন মনে হইতেছে যেমন বিদায় কালের উপদেশ হইয়া থাকে; মনে হইতেছে যেন আপনি বিদায় গ্রহণের নিকটবর্তী, সুতরাং আপনি আমাদিগকে এমন কোন উপদেশ দান করুন যাহা আমরা দৃঢ়রূপে ধারণ করি এবং উহা পালনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকি। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে শুধু এইটুকুই বলিলেন :

ا و صيكم بتقوى ا لله و ا لسمع و ا لطا عة (ترمذى ا بو ا ب ا لعلم)

—"আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার তাকওয়ার উপদেশ দান করি; এবং এই উপদেশও দেই যে, যখনই শ্রবণ কর, তখনই এতায়াতও করিও। শ্রবণ করার এবং আগ্যা পালনের মধ্যে কোনরূপ ওজর-আপত্তিকে দানা বাঁধিতে দিও না।" ا لسمع و ا لطا عة-এর অর্থ হইল এই যে, শোনা মাত্র এতায়াত করা, 'কি এবং কেন'—প্রশ্ন না তোলা।

সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ এক সময়ে যাহা ছিল হৃদয় বিগলিত ও বেদনা ভারাক্রান্ত হওয়ার সময় এবং যখন বিদায়ের মূহুর্তগুলি ছিল নিকটবর্তী, তখন সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী ও মৌলিক ধরণের এবং চিরস্থায়ীভাবে কায়েম থাকে সেইরূপ উপদেশ যাহা দান করিলেন তাহা ছিল তাকওয়ার শিক্ষা ও তাকিদ।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাকওয়ার বিষয়ে অনেক কিছু আলোকপাত করিয়াছেন গদ্য ও পদ্য উভয় পদ্ধতিতে। আমি তাঁহার গদ্য কালাম হইতে একখানা উদ্ধৃতি এবং একখানা পদ্যের উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে পেশ করিয়া এই খোৎবা শেষ করিব। তিনি ইরশাদ করেন :

"হাকীকী তকওয়ার সহিত এক নূর সংযুক্ত থাকে, যেমন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন :

يا يها ا لذ ين ا منو ا ا ن تتقو ا ا لله يجعل لكم فر قا نا و يكفر عنكم سيا تكم و يجعل لكم نو ر ا تمشو ن به

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা যদি মুত্তাকী হইয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে তাকওয়ার গুণে অধ্যবসায়, স্থিতি ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদের এবং অপরাপরের মধ্যে পার্থক্য রাখিয়া দিবেন। সেই পার্থক্যটি হইল এই যে তোমাদিগকে এক নূর বা আলোক দান করা হইবে যে আলোকের দ্বারা তোমরা তোমাদের সকল পথে পরিচালিত হইবে, অর্থাৎ সেই নূর তোমাদের সকল কার্য-কলাপ, কথা-বার্তা, শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে। তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধিতেও নূর থাকিবে, তোমাদের কোন আনুমানিক কথার মধ্যেও নূর থাকিবে, তোমাদের চক্ষেও নূর থাকিবে, তোমাদের কর্ণ ও জিহ্বা এবং তোমাদের বর্ণনা ও ভাষণ তথা তোমাদের প্রতিটি গতি ও অবস্থানে নূর বিরাজ করিবে এবং যে সকল পথে চলিবে সেই পথগুলিও আলোকিত হইয়া উঠিবে। মোটকথা, তোমাদের যাবতীয় পথ—তোমাদের শক্তি নিচয় ও তোমাদের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় সমূহের যে পথ সমূহ রহিয়াছে ঐ সবই নূরে পরিপূর্ণ ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং তোমরা আপাদ-মস্তক নূর ও আলোকের মধ্যেই চলিবে।

এখন উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, তাকওয়ার সহিত জাহেলিয়ত কখনও একত্র হইতে পারে না। অবশ্য বুদ্ধি-বিবেচনা ও উপলব্ধি শক্তি তাকওয়ার স্তরসমূহের তারতম্য অনুযায়ী কম বা বেশী হইতে পারে। কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বৃহৎ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিরামত যাহা তাকওয়ায় কামালিয়ত বা পূর্ণতা-প্রাপ্ত অলি-আল্লাহ্‌গণকে দান করা হয় তাহা হইল এই যে, তাহাদের সকল অনুভূতি, বুদ্ধি ও বিবেচনার মধ্যে নূর প্রদান করা হয় এবং তাহাদের কাশফী (বা দিব্য) শক্তি নূরের পানির দ্বারা এরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিশ্রুত হয়, যাহা অন্যান্যদের নসীব হয় না। তাহাদের অনুভূতি সমূহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী হইয়া উঠে, জ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলীর পবিত্র প্রস্রবণ সমূহ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং এলাহী ফয়েজের অফুরন্ত অনাবীল স্বর্গীয় কল্যাণ-প্রবাহ তাহাদের শিরা-উপশিরায় ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হইতে থাকে।"

(আইনায়ে-কামালাতে-ইসলাম পৃঃ ১৭৭-১৭৯)

পদ্য কালামে জামাতকে উপদেশ দান করিয়া হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

যাহারা তাকওয়া হইতে দূরে, তাহারা খোদা হইতেও দূরে।
তাহারা সর্বক্ষণই অহঙ্কার, গর্ব ও অহমিকায় বন্দী ॥

হে প্রিয়গণ! তাকওয়া ইহাই যে অহমিকা ত্যাগ কর।
অহংকার ও গর্ব এবং কার্পণ্যের স্বভাব পরিহার কর ॥

এই অস্থায়ী গৃহের ভালবাসা ছাড়িয়া দাও।
সেই প্রিয়ের উদ্দেশ্যে ভোগ-বিলাসের পথ বর্জন কর ॥

ইসলাম জিনিসটি কি? উহা হইল খোদার জন্য আত্মবিলীনতা।
খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ ইচ্ছা-কামনাকে বিসর্জন দান ॥

যাহারা মরিয়াছে, তাহাদেরই ভাগ্যে হায়াত আছে।
এই পথে মরণ ব্যতিরেকে জীবন লাভ করা যায় না ॥

হে মাটির কীট! অহঙ্কার ও দম্ভ ছাড়িয়া দাও।
সকল বড়াই একমাত্র আত্মমর্যাদাশীল রব্‌কেই শোভা পায় ॥

স্বীয় বিবেচনায় নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে।
এই পথেই হয়তো খোদা-মিলনের গৃহে প্রবেশ লাভ হইবে ॥

অহঙ্কার ও গর্ব ছাড়; ইহার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত আছে।
মাটি হইয়া যাও, কেননা ইহার মধ্যেই মৌলার সন্তোষ নিহিত আছে ॥

খোদার উদ্দেশ্যে বিনয় ও দীনতাই তাকওয়ার মূল।
পবিত্রতা যাহা দ্বীনের পূর্বশর্ত তাহা সর্বতোভাবে তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত ॥

(দুররে সমীন, পৃঃ ১০২-১০৪)

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে সঠিক অর্থে ও সঠিকভাবে তাকওয়ার পথে পরিচালিত হওয়ার তওফিক দিন। আমীন।

খোৎবা সানিয়ায় হুজুর বলেন :

"জামাতের বন্ধুগণ এই বেদনাদায়ক সংবাদটি শুনিয়া থাকিবেন যে, রাত্রিতে হঠাৎ মোকাররম মোহতারম চৌধুরী হুজুর আহমদ সাহেব, (প্রাক্তন অডিটর, নাজের দিওয়ান ও সেক্রেটারী শতবার্ষিকী পরিকল্পনা) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

অত্যন্ত মুখলেস (নিষ্ঠাবান), সেলসেলার প্রবীন খাদিম (কর্মী) ছিলেন। আমারও তাঁহার সহিত একত্রে কোন কোন মজলিসে কাজ করার সুযোগ ঘটিয়াছে। আমি অতি নিকট হইতে তাঁহার মধ্যে কতকগুলি গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। একে তো তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। দ্বিতীয়তঃ গোপনীয়তা রক্ষা ছিল তাঁহার বিশেষ গুণ; তাঁহার উপর অসম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যাইত। তৃতীয়তঃ তাঁহার মধ্যে বিশ্বস্থতা ও ওফাদারী খুব বেশী ছিল এবং খেলাফতে আহমদীয়ার সহিত এরূপ পূর্ণ ও অবিচল বিশ্বস্থতা ছিল যে উহা যাহার নসীবে ঘটে তাহা নিশ্চিত ঈর্শার বস্তু। খোদাতায়ালা তাঁহার দর্জা বুলন্দ করুন! যদি তাঁহার জানাযা এখানে আনা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ্‌ জুমার নামাযের পর এখানেই তাঁহার নামাজ-জানাযা পড়াইব। এই প্রসঙ্গে এই দোওয়ার ও তাহ্‌রীক করিতেছি যে, যেখানে তাঁহার জন্য দর্জাবুলন্দির দোওয়া করিতে থাকিবেন সেখানে ইহার জন্যও দোওয়া করুন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি একজন ভাল কর্মীকে আমাদের মধ্য হইতে তুলিয়া নেন, তাহার স্থলে তিনি যেন সহস্র সহস্র ভাল কর্মী আমাদিগকে দান করেন। কেননা কাজ অনেক। এবং শক্তি-সামর্থ্য স্বল্প। কাজ জগতে অত্যাধিক। এখনও তো কোন একটিও দেশে আমাদের রুহানী গালাবা (প্রাধান্য) নসীব হয় নাই। অতএব যদি ভাল কর্মীগণ উঠিয়া যাইতে থাকেন এবং তাহাদের শুন্যস্থান পুরণের জন্য আরও ভাল কর্মীবৃন্দ আগাইয়া না আসেন, তাহা হইলে কি করিয়া কাজ চলিবে? তওক্কল (ভরসা) আল্লাহ্‌র উপরই রহিয়াছে এবং তিনিই কাজ চালাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু আমাদের কর্তব্য, বন্দেগীর হক্‌ পালন করিয়া সবিনয়ে দোওয়া করিতে থাকা যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে উত্তম কর্মীবৃন্দ হইতে বঞ্চিত না রাখেন। একজনকে নিলে তাহার স্থলে যেন আরও সহস্র উত্তম কর্মী দান করেন, এবং ফজল, রহমত ও বরকতের এই ধারা যেন নিরন্তর আগাইয়া চলিয়া যায়।"

খোৎবা শেষে হুজুর বলেন, "জানাযা আসিয়াছে। আমি জুমার নামাযের পর এবং সুন্নতের পূর্বে জানাযার নামায পড়াইব। ইহার পদ্ধতি হইবে এইরূপ যে, মেহরাবে যেহেতু ইমাম ও মাইয়েত (শবদেহ)-এর মধ্যে দেয়াল রহিয়াছে সেইজন্য আমি ফরজ আদায়ের পর বাহিরে চলিয়া যাইব; একটি সাঁড়ি বাহিরে বাঁধিতে হইবে। অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিজ নিজ সাঁড়িতে দণ্ডায়মান থাকুন এবং নামাজ-জানাযায় শামিল হউন।" (আল-ফজল, ৫ই জুলাই ১৯৮২ইং)

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী

# দুইটি ঐতিহাসিক ভাষণ

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )

[ ইসলামের বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী হযরত মুসলেহ মওউদ ( রাঃ ) কর্তৃক নির্ধারিত ও ১৯৫৭ইং সনে জামাতে আহমদীয়ার মজলিসে শোরায় অনুমদিত মজলিসে-ইন্তেখাবে খিলাফত উহার নির্দিষ্ট কানুন ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া ১০ই জুন ১৯৮২ইং বাদ নামাজে জোহর মসজিদে মোবারকে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সৈয়্যদনা হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলিফাতুল মসীহ রাবে ( ৪র্থ ) হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে পরেই তিনি উক্ত মজলিশের সকল সদস্যের বয়েত নেওয়ার পূর্বে এক গভীর মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। অতঃপর মসজিদের ভিতরে ও বাহিরে অধীর চিত্তে অপেক্ষমান প্রায় এক লক্ষ আহমদী জনতার সামষ্টিক ভাবে বয়েত গ্রহণের পূর্বে এক ঐতিহাসিক প্রাণউদ্দীপক ভাষণ দান করেন। দৈনিক 'আল-ফজল' এ প্রকাশিত উভয় ভাষণের বঙ্গানুবাদ পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ -আহমদ সাদেক মাহমুদ ]

### খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে পরেই 'খেলাফত নির্বাচনী সংস্থা'র সদস্যদের মধ্যে প্রদত্ত ভাষণ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুজুর বলেন :

আমাকে সেক্রেটারী সাহেব ( মজলিসে শোরা—অনুবাদক ) এরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার প্রতি অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন, তাঁহার সকল উদ্দেশ্যাবলীকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, সমগ্র নেক কার্য, যেগুলির ভিত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে শুধুমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ ও রেজামন্দি লাভের জায্বা ও স্পৃহায় বলিয়ান হইয়া পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন ) যখন তিনি ( উক্ত মজলিস বা সংস্থা কর্তৃক খলিফা হিসাবে—অনুবাদক ) নির্বাচিত হন তখন তিনি সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিয়াছিলেন, এবং উহার পর বয়েত লইয়াছিলেন।

আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে চাই না যে, নিজেদের জন্যও দোওয়া করুন এবং আমার জন্যও দোওয়া করুন যে :—

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به - واعف عنا - واغفر لنا - وارحمنا
انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين ٥ (البقرة : ٢٨٧)

( অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! যাহা বহণ করিবার সামর্থ্য রাখি না সেইরূপ বোঝা আমাদের উপর চাপাইও না ; আমাদিগকে ক্ষমা কর ; আমাদের দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখ ; আমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ কর ; তুমিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী, সুতরাং তুমিই আমাদিগকে অবিশ্বাসী লোকের মোকাবিলায় সাহায্য দান করিয়া জয়যুক্ত কর।" —অনুবাদক )।

এই দায়িত্ব এত কঠিন, এত ব্যাপক ও বিশাল এবং হৃদয় শিহরণকারী যে, ইহা মৃত্যু শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে উমর (রা:)-এর মুখনিঃসৃত কথাটিই স্মরণ করাইয়া দেয় :

اللهم لا لی و لا علی (অর্থাৎ, "হে আমার আল্লাহ্! আমি কোন পুরস্কারেরও অভিলাষী নহি এবং আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকুক, তাহাও চাহি না।"—অনুবাদক)।

ইহা সত্য যে, খলিফা-এ-ওয়াক্ত্ খোদা তায়ালাই নিযুক্ত করেন এবং চিরকাল হইতেই ইহার উপরই আমার ঈমান রহিয়াছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া তৌফিক ও সামর্থ্যে ইহার উপরই ঈমান থাকিবে। ইহা সত্য যে, এই ব্যাপারে মানবীয় শক্তির কোন দখল বা হস্তক্ষেপ নাই; এবং সেই দিক দিয়া খলিফা হিসাবে আমাকে এখন না তো আপনাদের সামনে তাথা কাহারও সামনে জবাবদেহি করিতে হইবে, না তো জামাতের কোনও ব্যক্তির সম্মুখে কৈফিয়ত দিতে হইবে কিন্তু ইহা কোন আজাদী বা স্বাধীনতা নয়। কেননা আমি সরাসরি আমার রবের সমীপে জবাব দেয়। আপনারা তো আমার ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে গাফিল ও অনভিজ্ঞ হইতে পারেন; আপনাদের আমার হৃদয়ের উপর দৃষ্টি নাই; আপনারা হাজির ও গায়েব, উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞান রাখেন না; আমার রব আমার অন্তঃকরণের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখেন। যদি মিথ্যা ওজর-ওজুহাত হয়, তাহা কবুল করিবেন না। যদি এখলাস এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত, তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি কোন ফয়সালা করি, তাহা হইলে তাঁহার সমীপে উহাই পৌঁছাইবে। সেইজন্য আমার গ্রীবা দুর্বলদের নিকট হইতে মুক্ত ও স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু নিখিল বিশ্ব-জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্তিত্বের সমীপে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার মুষ্ঠির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

ইহা কোন সাধারণ ও সামান্য বোঝা নয়; আমার সমগ্র সত্তা তাঁহার কল্পনায় প্রকম্পমান, আমার রব যেন আমার প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট থাকেন; ততক্ষণ পর্যন্তই আমাকে জীবিত রাখেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁহার সন্তোষের পথে চলার উপযুক্ত থাকি এবং আমাকে তিনি তৌফিক দিন যেন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কোন কিছুই চিন্তা করিতে না পারি; উহার ব্যতিক্রম ধ্যান-ধারণাও যেন কখনও সৃষ্টি না হয়; সকলের হক-অধিকারের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখিতে পারি, এবং ইনসাফকে কায়েম করিতে পারি, যেরূপ ইসলাম চায়। কেননা আমি জানি, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে 'ইহ্‌সান' প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয় এবং 'ইহসান' প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সেই জান্নাতের পরিবেশ ও সমাজ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না, যাহাকে 'ইতায়ে যিলকুরবা' (ایتاء ذی القربی) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সেইজন্য সকলেই দোওয়া করুন।

ইহার পূর্বে যে আমি বয়েত গ্রহণ করি, আমি চাই যে, হযরত চৌধুরী মোহাম্মাদ জাফ্‌রুল্লাহ্ খান সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন সাহাবাদের প্রতিনিধিত্বে আগাইয়া আসিয়া (বয়েতের উদ্দেশ্যে) প্রথম হাত তিনি রাখেন। আমার খাহেশ, আমার এই মনবাঞ্ছা যে, সেই হাত যাহা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করিয়াছে, উহাই যেন প্রথম হাত হয় যাহা আমার হাতে আসে। হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে আসার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। ইহার পর বয়েত নেওয়া আরম্ভ হইবে"

(সুতরাং উক্ত মজলিসের সকল সদস্যবৃন্দ হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা বে-নাসরিহিল আযিযের পবিত্র হাতে হাত দিয়া বয়েত করেন। তারপর হুজুর অত্যন্ত কাতরতাপূর্ণ আবেগময় ইজতেমায়ী দোওয়া করান। দোওয়ার পর সকল সদস্য হুজুরের সহিত মুসাফাহ্ ও মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।)

('আল ফজল' ১৯শে জুন ১৯৮২ইং)

# সর্বসাধারণের বয়েত গ্রহণের পূর্বে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

**নাজাতের বিন্দু মাত্রও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ( সাঃ )-এর গোলামীর গণ্ডীর বাহিরে নাই।**

**এই নিখিল বিশ্ব-জগত যতদিন স্থায়ী ও চলমান থাকিবে, ততদিনই হুজুর আকরাম ( সাঃ )-এর শিক্ষা চলমান ও বলবৎ রহিবে।**

**তাঁহার প্রতিনিধিত্বে আমার ন্যায় অধম ও অযোগ্য মানুষের সহিতও সেই আচরণ রক্ষা করিতে হইবে যাহা হুজুর আকরাম ( সাঃ ) আপনাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন।**

**যে পদমর্যাদার আসনে খোদাতায়ালার তকদীর আমাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে উহা হইতে আপনারা তখনই ফায়দা লাভ করিতে পারিবেন যখন আপনারা উক্ত আসন সম্বন্ধে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্ধারিত হক সমূহ আদায় করিবেন।**

**হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ ) এর হক রহিয়াছে আমরা যেন তাঁহার সহিত পূর্ণ ওফাদারী ও বিশ্বস্ততা এবং মহব্বত সুলভ ব্যবহার বজায় রাখিয়া সদা তাঁহাকে দোওয়ায় স্মরণ রাখি।**

হুজুর খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) বলেন ঃ

বন্ধুগণ নিরব হউন এবং আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। 'জাযাকুমুল্লাহ'।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহী ওয়া সাল্লাম এতায়াতের যে সকল নীতি তাঁহার গোলামদিগকে ( অনুসারীবৃন্দকে ) শিক্ষা দিয়াছেন, উহার একটি দৃষ্টান্ত আপনারা বহুবার শুনিয়াছেন--একজন সাহাবী ( রাঃ ) জুমার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার কানে এই আওয়াজ আসিল যে, "বসিয়া পড়ুন।" উহা শুনামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং পাখি যেভাবে লাফাইয়া চলে ঠিক তেমনি তাঁহার পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া লাফ দিতে দিতে মসজিদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর একজন সাহাবী ( রাঃ ) দেখিয়া তাঁহাকে তাজ্জবের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কী হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "আমার কিছু হয় নাই কিন্তু আমার কানে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই আওয়াজ আসিয়াছিল যে, 'বসিয়া পড়ুন'।" তিনি ( অপর সাহাবী ) প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'উহা তো মসজিদের অভ্যন্তরে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তাঁহার ইরশাদ ( নির্দেশ ) ছিল।" তিনি বলিলেন, "আমি তাহা শুনি নাই ; আমার কানে তো 'বসিয়া পড়ুন'—শুধু এটুকুই আওয়াজ আসিয়াছে, সেইজন্য যেমনি আমি শুনিয়াছি, তেমনি বসিয়া পড়িয়াছি।" যে প্রভুর ( সাঃ ) গোলামীতে জগৎ আমাদিগকে জয় করিতে হইবে তথা সারা বিশ্বের মানবহৃদয় জয় করিতে হইবে, "আমি আপনাদিগকে সবিনয়ে

বলিতেছি যে, তাঁহার গোলামী ও আজ্ঞানুবর্তিতা ব্যতিরেকে কোন নাজাত বা পরিত্রাণ নাই। নাজাতের এক বিন্দু মাত্রও হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীর গণ্ডীর বাহিরে বিদ্যমান নাই। সেইজন্য যে সকল নীতি ও বিধি হুজুর আকরাম (সাঃ) কিয়ামতকাল ব্যাপী সকল যুগের তাঁহার সকল গোলাম (অনুসারীবৃন্দ)-এর উদ্দেশ্যে পেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তদনুযায়ী আমল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, সেগুলি আজও চলমান ও বলবৎ রহিয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিলাফত এবং এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যখন হুজুর (সাঃ)-এর খিলাফত-আসনে উপবিষ্ট হইলেন তখন তাঁহার (আঃ)-এর মধ্যস্থতায় যে খলিফাই হুজুর (সাঃ)-এর খেলাফতের মসনদে শ্রদ্ধা ভরে মস্তকাবনত হইয়া এবং তাঁহার প্রতি দরূদ প্রেরণ করিয়া উপবিষ্ট হইবে, তাহার সেই একই হক্ রহিয়াছে। কেননা হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর এ শিক্ষা কোন অস্থায়ী শিক্ষা ছিল না। এই নিখিল বিশ্ব-জগত যতদিন স্থায়ী ও চলমান থাকিবে, ততদিন হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর শিক্ষাও চলমান ও বলবৎ রহিবে, এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্বে আমার ন্যায় অধম ও অযোগ্য লোকের সহিত সেই একই আচরণ (রক্ষা করিতে) হইবে, যাহা রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আপনাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা তো এতখানি ছিল যে তিনি ফরমাইয়াছেন, "যখন তোমাদের উপর কোন 'আমীর' নিযুক্ত করা হয় তাহার এতায়াত করিবে।" সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ! যদি সে ফাসেক-ফাজের (পোপাচারী-পাপিষ্ঠ) হয়, তাহা হইলে কি হইবে?" তিনি ফরমাইলেন, "তাহা হইলেও এতায়াত করিবে।" সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কোনই যোগ্যতা যদি না থাকে, তবুও কি আমরা এতায়াত করিব?" তিনি ফরমাইলেন, "হাঁ, এতায়াত করিবে। যদি তাহার মস্তক কিশমিশ পরিমাণও হয় এবং সে হাবশী (কৃষ্ণকায়) গোলামও হয়, তথাপি তাহার এতায়াত করিও।"

সুতরাং হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রসাদ ও কল্যাণে এবং তাঁহার পবিত্র ইরশাদ পালনে আমি যে পদমর্যাদায় আসীন হইয়াছি, আমি আপনাদের সকলের অপেক্ষা বেশী জানি যে আমি ইহার উপযুক্ত নই; আমি নিজেকে ইহার উপযুক্ত মনে করি না। কিন্তু খোদাতায়ালার তকদীর কি কার্য-ক্রিয়া দেখাইতে চায়, তাহা তিনিই উত্তম জানেন, আমার কোন উহার জ্ঞান নাই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্-তায়ালার তকদীর আমাকে এই পদ মর্যদায় আসীন রাখেন, আপনারা এই পবিত্র পদমর্যাদা হইতে তখনই ফায়দা লাভ করিতে পারিবেন, যখন ঐ সকল হক্ আদায় করিবেন যাহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই পদমর্যদার জন্য নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং আমি খোদাতায়ালার সমীপে তখনই দায়-মুক্ত ও সফলকাম হইব, যখন

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ( সাঃ )-এর শিক্ষা ও ইরশাদ অনুযায়ী আমি আপনাদের হক্ আদায় করিতে থাকিব।

এখন আমরা বয়েত করিব এবং উহার পর দোওয়া করিব। সেই দোওয়ায় উক্ত উভয় বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিবেন। আপনারা দোওয়ায় রত থাকিয়া "মনসবে খিলাফত"-এর হক্-অধিকার সর্বাত্মকরূপে পালন ও পুরণ করিতে থাকুন এবং আমি আল্লাহ্তায়ালার সমীপে গিরিয়া-জারি ও অনুনয়-বিনয়ের সহিত দোওয়ায় রত থাকিয়া তাঁহার নিকট সকরুণ নিবেদন জ্ঞাপন করিতে থাকিব যেন আমাকে তিনি আপনাদের হক্-অধিকার পালন ও পুরণ করার তওফিক দান করেন এবং নিজের হক্ ও দায়িত্ব পালনেরও তওফিক দেন। আমীন।"

অতঃপর বয়েত গ্রহণ আরম্ভ করিবার পূর্বে হুজুর বলেন :

আসুন, এখন আপনারা বয়েতে শামিল হউন। সর্বপ্রথম আমি চাই যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ )-এর তিনজন পুত্র যাঁহারা এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে আমার হাতে হাত দিন, তারপর আপানারা সকলে এই বয়েতে শামিল হউন।

ইহার পর সাধারণ বয়েত অনুষ্ঠিত হয়। বয়েত গ্রহণের পর হুজুর বলেন :

আপনারা বসুন। বন্ধুগণ দোওয়ার মধ্যে নিজেদের পরম প্রিয় ও মাহবুব ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ )-কেও বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন। তিনি অত্যন্ত মহব্বত ও পরম স্নেহ ও মমতায় ভরা ব্যবহার আমাদের সহিত করিয়াছেন এবং অতি সহনশীলতা ও উচ্চ ক্ষমাগুণে আমাদের গাফলতি ও দুর্বলতা সমূহ ঢাকিয়াছেন ও নিজ মহানুভবতায় সেগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। তিনি কামেল ওফাদারী ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার রবের কার্যাবলী সম্পাদনে আজীবন আত্মনিয়োজিত থাকেন। এত ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইয়াছিল যে, আমি তাহা দেখিয়া কম্পিত ও শিহরিত হইয়া উঠি—মানুষের মধ্যে এত শক্তি কোথায় যে সে এত বড় বোঝা বহিতে পারে ?! ক্রমাগত অসুস্থতা, বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও, আমি দেখিয়াছি তিনি রাত্রি দুইটা পর্যন্ত এবং কখনও তিনটা পর্যন্ত মানুষের পত্রাদির উত্তর দিয়াছেন, ডাক দেখিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে অবিরাম দোওয়া করিয়াছেন। পরীক্ষা ও সঙ্কটের সময়ে এরূপ বহু রাত্রি তাঁহার জীবনে আসিয়াছে যে, একমুহূর্তও নিদ্রা যান নাই—সমস্ত রাত ভর তাঁহার রবকে স্মরণ করিতে থাকেন, তাঁহার নিকট রহমত ও ফজল কামনা করিতে থাকেন। তাঁহার সংশ্রবে থাকিয়া আমি তাঁহাকে ঘনিষ্টভাবে দেখিয়াছি, তিনি অতিশয় সহানুভূতিশীল পরম স্নেহশীল ছিলেন। মানুষের সামান্য দুঃখ-কষ্টেও তিনি অত্যন্ত দুঃখীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ন্যায্য হক্ রহিয়াছে, আমরা যেন তাঁহার সহিত কামেল ওফাদারী ও মহব্বত পূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়া সদাসর্বদা তাঁহাকে দোওয়ায় স্মরণ রাখি; তাঁহার পূর্বে যে খলিফাগণ ছিলেন তাঁহাদিগকেও যেন স্মরণ রাখি এবং যাহাদের পদদেশে বসা খলিফাগণ নিজেদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন অর্থাৎ হযরত মসীহ

মওউদ ইমাম মাহদী ( আঃ ) এবং তাঁহার প্রভু—অদ্বিতীয় ও অনন্য প্রভু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যেন সদা দরূদ প্রেরণ করিতে থাকি।

আল্লাহ্‌তায়ালা আজ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় জামাতের হেফাজত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌-তায়ালা আজ পর্যন্ত খলিফাদের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করিয়া স্বীয় প্রদত্ত ওয়াদার প্রতি নজর রাখিয়াছেন যে, "আমি প্রতিটি ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্ত্তন করিয়া দিব এবং তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য মজবুতি দান করিব, সুদৃঢ় করিব এবং তোমাদিগকে খাঁটি তৌহীদে কায়েম ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিব।

আমরা দোওয়া করি, সকল ওফাদার ও বিশ্বস্তদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা সেই ওফাদার ও বিশ্বস্ত প্রভু ( আল্লাহ্‌তায়ালা ) যেন এখনও আমাদের সহিত একই ব্যবহার করেন, আমাদের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অসীম করুণা ও রহমতের দিকে তাকাইয়া এখনও আমাদের সহিত ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সুলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখেন। আমীন।

এই সকল দোওয়ার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি এই আবেদন করিব যে, বিশেষতঃ পরীক্ষা হইতে বাঁচিবার জন্য দোওয়া করুন এবং রুগ্ন হৃদয় বিশেষ ব্যক্তিদিকে পরীক্ষা হইতে বাঁচাইবার জন্যও দোওয়া করুন। একটিও রুহ্‌, একটি মাত্র প্রাণও যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার অন্তর তাহার জন্য দুঃখ অনুভব করিবে। এবং আমি বিশ্বাস রাখি যে, খলিফা-এ-ওয়াক্তের যে দেল্‌, তাহাই সমগ্র জামাত আহমদীয়ারও ; উভয়ের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও নাই। সেইজন্য আমরা সকলই যেন সেই দুঃখ আমাদের উপর আপতিত হওয়ার পূর্বেই বেদনাভারাক্রান্ত হইয়া পড়ি এবং দরদভরা দোওয়ার দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্য ও রহমত কামনা করিয়া সকরুন নিবেদন জানাই যে, "হে খোদা! আমাদের সকল ভাইকেই বাঁচাইয়া লও : একজনও যেন বিনষ্ট না হয়, এবং যদি কেহ যখমী ও মর্মাহত থাকে তাহার যখমগুলিকে তুমি সেফা দান কর, নিরাময় কর এবং সে যেন কামেল তৌবা এবং খাঁটি তৌবা (—তৌবাতুন নসুহ )-এর সহিত পুনরায় সেলসেলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ও সংযুক্ত হইয়া পড়ে। আমিন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এই সকল দোওয়া করার তৌফিক দিন এবং সদা আমাদের রক্ষক ও সহায় হউন। আমীন। আসুন, এখন আমরা সবাই দোওয়াতে শামিল হই।

সুতরাং হুজুর অতি গভীর দরদে-দিলের সহিত দোওয়া করান।

দোওয়ার পর হুজুর বলেন :

প্রথমে আসরের নামাজ এখনই পড়া হইবে। বন্ধুগণ নিজেদের সাঁড়ি দুরস্ত করিয়া লউন। এবং নামাজ আদায়ের পরে পরেই যে 'ইরশাদ' ( নির্দেশ ) দান করা হইয়াছে তাহা পালন করুন। ( হুজুরের ইশারা ছিল কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতারম সদর সাহেবের সেই এলানের প্রতি, যাহা তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ )-এর নামায-জানাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে 'বেহশ্‌তী মকবেরা' গমন সম্পর্কে দোওয়া শেষ হইবার পরে পরেই ঘোষণা করিয়া ছিলেন। )

আসরের নামাজ আদায়ের পর হুজুর ( আইঃ ) বলেন ঃ "বন্ধুগণ! বসুন। বারান্দার বাহিরেও বন্ধুরা বসিয়া পড়ুন। যে সকল 'কারকুন' ( কর্মী ) আমার এবং আহমদী ভ্রাতাদের মধ্যে এরূপ অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছেন যে, তাঁহারা আমাকে দেখিতে পারিতেছেন, না তাঁহারাও বসিয়া পড়ুন। আর যাহারা স্তম্ভ সমূহের পিছনে আছেন, তাঁহারা অবশ্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।

আমি শুধু এইটুকু আরজ করিতে চাই যে এখনই হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ )-এর নামাযে-জানাযা ইনশাআল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তী মকবেরার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। এখান হইতে ফারেগ হইয়া সকল বন্ধু ওখানে পৌঁছুন এবং সাঁড়িবদ্ধ হইয়া স্বস্থিরতা ও এতমিনানের সহিত দণ্ডায়মান হউন। জামাতে আহমদীয়া বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য্য ও সবরের নমুনা দেখাইয়াছে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, সৈয়াদনা হযরত মসীহে মওউদ ( আঃ ) -এর মো'জেযা ও অলৌকিক-ক্রিয়া সমূহের মধ্যে জামাতে আহমদীয়ার অস্তিত্বকে পেশ করা যাইতে পারে। সেইজন্য নিজেদের এই নমুনাকে কায়েম ও অটুট রাখুন। সেখানে যাইয়া কথা-বর্তায় ব্যস্ত না হইয়া দোওয়া করুন, বিদায়ী আত্মার প্রতি, স্নেহশীল, মহানুভব, প্রেমময় আত্মাটির প্রতি অগণিত সালাম প্রেরণ করুন, তাঁহার জন্য দোওয়া করুন, এবং নিরবতা, শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সাঁড়িতে দণ্ডায়মান থাকুন। পাঁচ ঘটিকায় ইনশাআল্লা জানাযার নামায আদায় করা হইবে।

অতঃপর আমি ইহা আরজ করিতে চাই যে, এই পাগড়ী যাহা আমি পরিধান করিয়াছি, ইহা স্নেহবর মির্যা লোকমান আহমদ সাহেব ( হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেসের কনিষ্ঠ পুত্র অতি মহব্বতের সহিত আমাকে সেই পাগড়ী খানা পেশ করিয়াছেন যাহা হযরতে আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ ) শেষ বারের মত নিজ হস্তে বাঁধিয়া ছিলেন এবং পরিধান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাকে এ পাগড়ীর হক পালনের তওফিক ও সামর্থ্য দান করেন। আমীন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।"

( 'আল-ফজল' ১৯শে জুন, ১৯৮২ইং )

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী

---

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[ আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭ ]

—**হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

# সংবাদ

## খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) স্পেনে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও জামাত সমূহের তরবীয়ত উপলক্ষে ইউরোপীয় কতিপয় দেশে সফরে গিয়াছেন।

রাবওয়া, ২৮শে জুলাই—সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) আজ সকাল পাঁচ ঘটিকায় স্পেনে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে আহমদীয়া জামাত সমূহের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হন। রওয়ানা হইবার পূর্বে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সমবেত বিপুল সংখ্যক লোকজন সমেত সম্মিলিত দোওয়া করেন। অতঃপর 'বেহেশতি মকবেরায়' যাইয়াও দোওয়া করেন।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার এই ঐতিহাসিক সফরকালে, যাহা হইতেছে চতুর্থ খিলাফতে আহমদীয়ার প্রথম বৈদেশিক সফর, স্পেনে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পর নির্মিত প্রথম মসজিদটির উদ্বোধন করিবেন। উক্ত মসজিদটির ভিত্তি প্রস্কর সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( রাঃ ) ১৯৮০ইং সনে প্রাচ্য দেশ সমূহের সফরকালে স্থাপন করিয়াছিলেন।

হুজুরের সহিত সফরে রহিয়াছেন হুজুরের দুইজন ছোট মেয়ে সহ হযরত বেগম সাহেবা ( মুন্না জিল্লহাল আলি ), মোহতারম মির্যা আনাস আহমদ সাহেব ( প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে ), মোহতারম চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব ( সদর, কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহ ), মোহতারম মাসউদ আহমদ দেহলবী ( সম্পাদক, দৈনিক আল-ফজল ) মোহতারম মাহমুদ আহমদ সাহেব ( সদর, কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ) ও মোকাররম নাসের আহমদ বাহাদুরশের ( বোডী গার্ড )। এতদ্ব্যতীত, জিলা শেখপুরার জামাত সমূহের আমীর মোহতারম চৌধুরী মোহাম্মদ আনওয়ার হুসেন ( এডভোকেট ) নিজ খরচে এই সফরকালে হুজুরের সঙ্গে থাকিবেন। হুজুর ( আইঃ ) এবারে হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পঃ জার্মানী, লুক্সামবার্গ, ইটালী ও স্পেন সফর করিবেন। হুজুরের উক্ত সফর প্রায় দুইমাস ব্যাপী স্থায়ী থাকিবে। ইনশাআল্লাহ্। ( আল-ফজল, ২৯শে জুলাই ৮২ইং। )

[ এই প্রসঙ্গে রাবওয়া জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র মোঃ আশরাফুজ জামানের প্রেরিত আরও কিছুটা বিস্তারিত খবর দেওয়া গেল ঃ ]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

"রাবওয়া, ২৮শে জুলাই—আজ হযরত খলিফাতুল মসীহ ( আইঃ ) মসজিদে মোবারকে নিত্যদিনকার মত ফজরের নামাজ পড়াবার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন ও নামাজীদের দিকে মুখ করে সকলকে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন ও দোওয়ার জন্য তালকীন

করলেন যেন সকলেই দোয়া করেন. এই মোবারক সফর বরকত পূর্ণ হয়। তারপর হুজুর (আইঃ) 'কাসরে খিলাফতে' চলে গেলেন। 'কাসরে খিলাফতে'র গেইটে কাফেলার সব গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। আর অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল; একনজর স্বীয় প্রিয় ইমামকে দেখবার সে কি আগ্রহ!

আমি (মোঃ আশরাফউজমানে) ও বশিরউর রহমান তরুণ হযরত সাহেবের কাফেলার সাথে লাহোর যাবার সুযোগ পাই। ভোর ঠিক পাঁচটায় হুজুর (আইঃ) 'কাসরে খিলাফত' থেকে বের হয়ে এলেন। পরনে ছিল ঘিয়া রং এর আচকান ও সাদা সালওয়ার। মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ী। চেহরায় ছিল নুর-এর অবিস্মরণীয় ঝলক। আর আত্মপ্রত্যয়ের এক দুর্বার প্রতিচ্ছবি। হুজুর বের হয়ে সকলকে পুনরায় হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন। তারপর ইজতেমায়ী দোয়া করালেন। হুজুর (আইঃ)-এর কান্না বিজরিত কণ্ঠস্বর আমরা দোয়া করার সময় শুনতে পারছিলাম। দোয়া শেষ হলো পাঁচটা বেজে সতের মিনিটে। নয়টি গাড়ীর কাফেলা রওয়ানা হলো। পথে হুজুর (আইঃ) বেহেশতি মকবেরায় নামলেন ও দোওয়া করলেন।

কাফেলা পুনরায় চলতে শুরু করলো। সকাল পৌণে আটটায় হযরত সাহেবের কাফেলা লাহোর পৌছুলো। লাহোরে একবাসায় হযরত সাহেব এক রোগীকে দেখতে গেলেন। থেকে কাফেলা সহ আমরা লাহোরের আমীরে-জামাত জনাব হামিদ নসরুল্লাহ খান সাহেবের সেখান বাসায় পৌছুলাম। তখন সকাল ৮-০৫মিঃ। এই বাসাতেই হুজুর (আই.)-এর বিশ্রাম ও নাসতার ব্যবস্থা ছিল।

সকাল ৮-২৫ মিঃ এর আমরা নাস্তা করলাম। অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা ছিল! আমীর সাহেবের বাড়ীতে অত্যন্ত কড়া পাহারার বন্দোবস্তও ছিল।

হযরত সাহেব ও হযরত বেগম সাহেবা ঘরের ভিতরে নাস্তা ও বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য গেলেন। বাড়ীর লনে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে একটা জলসার আয়োজন করা হয়। ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে হুজুর (আইঃ) সমবেত লোকদের মধ্যদিয়ে হেটে নির্ধারিত মঞ্চের দিকে গেলেন। কোরআন তেলাওয়াতের পর হুজুর (আইঃ) এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করলেন। (উক্ত ভাষণ পরে টেপ রেকর্ড-এ আপনাদের জন্য পাঠানো হবে।) ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল: "তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে এক দৃঢ় সম্পর্ক কায়েম কর। আর "সাজারায়ে তাইয়্যেবা" (উত্তম বৃক্ষ)-এর মত ফলে, ফুলে সুশোভিত হও। "ইন্না ফি খালকেস সামাওয়াতে.....এই আয়াতের তফসীর করার পর হুজুর (আইঃ) বল্লেন, "তোমরা জ্ঞানী (উলুল আলবাব) হও ও জ্ঞান বিতরণ কর। সুর করে কোরআন পাঠ করার কোনই অর্থ হয় না যতক্ষণ না তোমরা তার অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।" ভাষণদানের পরে হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) প্রায় পাঁচশত লোকদের নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়া করালেন। তারপর হুজুর (আইঃ) কিছু সংখ্যক লোকের সাথে করমর্দন ও ভাব-বিনিময় করলেন। ইহাতে আমার ও বশিরের শামিল হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তারপর হুজুর (আইঃ) ফোট তোলার জন্য সকলের মাঝে এলেন, প্রথমে Lahore Group এর সহিত হুজুরের ফোট তোলা হলো আমরা। Rabwah Group দুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হুজুর (আইঃ) স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমাদের সাথে তোলবার; বল্লেন, "ইহারা হলো রাবওয়া থেকে আগত কাফেলাতে আমার "হেফাজত গ্রুপ"।

ফটো তোলাবার পর পুনরায় আমি ও বশির হযরত সাহেবের সাথে করমর্দন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। হুজুর (আইঃ) আমাদের সাথে ভাববিনিময়ও করলেন।

বেলা দশটা চল্লিশ মিঃ-এ আবার Airport এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। Airport লোকে লোকারণ্য ছিল। হুজুর (আইঃ) ও তাঁর ফ্যামেলি বিশেষ VIP car এ করে বিমানের দিকে যাত্রা করলেন। বিমানে প্রবেশের পূর্ব মূহুর্তে আবার হাত নেড়ে আমাদেরকে অভিবাদন জানালেন। আমারাও হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিলাম। ১১-০৬ মিঃ প্লেন take off করলো।

বিমানবন্দরে সমাগত গায়ের আহমদী ভাইরা তো অবাক হয়ে গেলেন আহমদী লোকদের বিপুল সমাগম দেখে। তারা তো ভেবে ছিলেন, ৩য় খলিফার ইন্তেকালের পর আহমদীয়া জামাত আর দাঁড়াতে পারবে না। আমার সাথে জনৈক গায়ের আহমদী পুলিশ অফিসারের কথোপ-কথনে তাই বুঝা গেলো।

হযরত সাহেবের সাথে সাহেবজাদা মির্যা আনাস আহমদও গেলেন। কাফেলার বাকী সদস্য দু'দিন পর করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। হুজুর (আইঃ)-এর Plane চলাকালে আমরা মৌলানা আবদুল মালেক খান সাহেবের নেতৃত্বে পুনরায় দোয়া করলাম।"

## ঢাকায় রমজানুল-মোবারক

এবার মাহে রমজানুল মোবারকে ঢাকা দারুত-তবলীগ দ্বিতল মসজিদে আখেরী আশারায় ৭জন পুরুষ এবং বাপরদা পৃথক অংশে ৬জন মহিলা 'ইতেকাফ' করার তওফিক লাভ করেন। উল্লেখ্য, দৈনিক নিয়মিত তারাবীহ্‌র নামাজ ব্যতীত দৈনিক আসরের নামাজের পর হইতে ইফতারীর পূর্বকাল পর্যন্ত কুরআন মজীদের দরস অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজরের নামাজের পর হাদিস শরীফের দরস দেওয়া হয়। ২৯শে রমজানে বিশেষ ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জামাতের পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে দৈনিক ইফতারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

### শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, আহমদনগর নিবাসী মৌঃ গোলাম আহমদ সাহেবের বড় ভাই জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব গত ২৩-৬-৮২ ইং তারিখে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না.....রাজেউন) মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষ দোওয়ার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

# শোক সংবাদ

অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই দুঃখজনক সংবাদ জানান যাইতেছে যে, সেলসেলার প্রাক্তন সদর মুরুব্বী মোহতারম মৌলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেব ১০ই জুলাই সকাল ৬টা মিঃ-এর সময় ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর।

তিনি বৎসরাধিককাল যাবৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ ছিলেন। কুমিল্লায় প্রথম তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। অতঃপর আকস্মিক পড়িয়া গিয়া আহত হওয়ার পর তাঁহার অবস্থা গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করিলে সেখানকার ডাক্তারের নির্দেশক্রমে তিনি ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি যেহেতু মুসী ছিলেন সেইজন্য তাঁহাকে সংরক্ষিতরূপে নন্দনপুরে (কুমিল্লা) সমাহিত করা হয়।

মরহুমের দীর্ঘকালীন অসুস্থাবস্থায় তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ও নন্দনপুর জামাতের খোদ্দাম-আতফাল-লাজনা প্রশংসনীয়ভাবে সেবা-শুশ্রূসায় যত্নবান থাকেন এবং ঢাকায় কতিপয় খোদ্দাম তাঁহার বিশেষ খেদমতপালনের তওফিক লাভ করেন, বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রী সর্বদা তাঁহার পাশ্বেই থাকেন। "জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।"

মরহুমের জ্যেষ্ঠপুত্র কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল-আহমদীয়ার সদর মোহতারম জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব বর্তমানে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সহিত কাফিলার সদস্য হিসাবে ইউরোপীয় কতিপয় দেশে দ্বীনি সফরে আছেন। তাঁহার এক জামাতা মৌঃ ইমদাদুর রহমান সেলসেলার সদর মুরুব্বী হিসাবে পাকিস্তানে কর্মরত আছেন।

মরহুম দেওবন্দে পাশ করা 'মমতাজল মুহাদ্দাসীন; চরদুঃখীয়া (চাঁদপুর কুমিল্লা)-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশিষ্ট বুজুর্গ সদস্য ছিলেন—অত্যন্ত অমায়িক ও এবাদতগোলজার এবং জ্ঞানী। তিনি সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হওয়ার পর সমসাময়িক উলেমার সঙ্গে বহু বহস-মোবাহেসায় উত্তীর্ণ হন এবং বহু বিরোধিতার মোকাবেলা করেন। সদর মুরুব্বী হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল জামাতের বহুবিধ খেদমত পালনের তওফিক লাভ করেন। আল্লাহ্-তায়ালার দরবারে আমাদের কাতর আবেদন, তিনি যেন মরহুমের রুহের মাগফিরাত করেন এবং চিররহমতে আচ্ছাদিত রাখিয়া তাঁহার দরজাত বুলন্দ করেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের খেদমতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বিনীত আবেদন জানাই, তিনি যেন সকলের হাফেজ ও নাসের হন এমং ধৈর্য ধারনের তওফিক দান করেন। আমীন।

## মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১০ই আগষ্ট '৮২ ঢাকা জামাতের শান্তিনগর হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আওলাদ হোসেন সাহেবের একমাত্র পুত্র আবুল ফয়েজ মোঃ আকবর হোসেন (বাবু) ১০৭।৪ শান্তিনগর বাস-ভবনের চারতালার বারান্দার নবনির্মিত রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়া মারা যায়। (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন) মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১৩ বৎসর এবং সে ৮ম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্র ছিল।

সে রীতিমত নামাজী এবং অত্যন্ত নেক স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিল। সর্বদা সে জামাতের দ্বীনি অনুষ্ঠানাদিতে অত্যন্ত উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত খেদমত পালন করিত। আল্লাহ তাহার নিষ্পাপ আত্মার উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। আমরা তার শোকসন্তপ্ত মাতাপিতা, ভগ্নীগণ এবং সকল আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমবেদনা জানাইতেছি। আল্লাহতায়ালার দরবারে আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন তাহাদিগকে ধৈর্য্য ধারনের শক্তি ও সামর্থ দান করেন এবং তাহাদের হাফেজ ও নাসের হন। আমীন।

# বিশেষ দোওয়ার আবেদন

১) বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব ফিসটুলা অপারেশনের উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিগত ২৮শে আগষ্ট ভর্তি হন এবং ৪ঠা জুলাই আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যপূর্ণরূপে তাঁহার অপারেশন হয় এবং পূর্ণ আরোগ্যর জন্য আরও কিছুদিন তাঁহাকে হাসপাতালে থাকিতে হইবে। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে আকুল আবেদন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাঁহাকে শীঘ্র পূর্ণ আরোগ্য দান করেন এবং অধিকতর দ্বীনের খেদমত পালনের তওফিক দেন। আমিন।

২) ঢাকা জামাতের আমীর মোহতারম মকবুল আহমদ খান সাহেবের স্ত্রীর ঢাকা পি-জি হাসপাতালে গলব্লাডারের অপারেশন হইয়াছে। তাঁহার আশু আরোগ্য লাভের জন্য দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

# বিশেষ জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল জামাতের উপার্জনশীল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিগত ১লা জুলাই/৮২ তারিখ হইতে আমাদের মালী সাল আরম্ভ হইয়াছে। বন্ধুগণ নিজ নিজ আয় মোতাবেক স্ব স্ব জামাতের সহিত বাজেট লিখাইবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির বাজেট লিখানো তাহার জন্য অবশ্য কর্তব্য। তথাপি বন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

এই প্রসংগে সকল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল সাহেবানদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে, আপনাদের নিজ নিজ জামাতের ১৯৮২-৮৩ সনের বাজেট তৈরী করিয়া অনতিবিলম্বে অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন। ওয়াসসালাম। —খাকসার

**এ, কে, রেজাউল করীম**
সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

# কুরআন ক্লাশ

মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আহমদীয়ার বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশক্রমে নারায়ণগঞ্জ জামাতে নয়দিন ব্যাপী একটি কোরআন ক্লাশের আয়োজন করা হয়। গত ১০-৭-৮২ইং হইতে ১৮-৭-৮২ইং পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই ক্লাশ চলে। কোরআন ক্লাশে ঢাকা থেকে চারজন আনসার সাহেবান ক্লাশ নেওয়ার জন্য প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জে তশরিফ আনেন। তাঁহারা হইতেছেন, মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব (সদর মোয়াল্লেম), আল-হাজ্ব আবদুস সালাম সাহেব, জনাব কাসেম আলী খাঁন সাহেব এবং জনাব ফজলুল করিম মোল্লা সাহেব। নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রায় সকল আতফাল ও খোদ্দাম সকাল ৯-০০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২-০ ঘটিকা পর্যন্ত ক্লাশে অংশগ্রহণ করেন। —**মাঈনুদ্দিন আহমদ**
জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ—আঃ আহমদীয়া।

# বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র নির্দেশ পালনার্থে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া খোদ্দাম-আতফালের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা ও তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

খোদাতায়ালার ফজলে এই বৎসর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ, মোহতারম আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে এবং সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী ২২শে অক্টোবর '৮২ হইতে ২৮শে অক্টোবর '৮২ পর্যন্ত ৭দিন ব্যপী ৮ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ এবং ২৯, ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর '৮২ তিনদিন ব্যপী ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারন করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে উক্ত ১০ দিনের মধ্যে ৬দিনই সরকারী ছুটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিতেছে।

সর্বনিম্ন ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র বা ১১ বৎসরের উর্ধে আতফাল এবং সকল খোদ্দামকে উক্ত তরবিয়তী ক্লাশে অংশ গ্রহণ করিয়া ফায়দা হাসিল করিবার প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অভিভাবক মহোদয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণকে উক্ত দ্বীনি প্রোগ্রামে প্রেরণ করিয়া কুরআন করীমের নির্দেশ, "কু আনফুসেকুম ওয়া আহলেকুম নারা"-এর ফায়দা লাভে সচেষ্ট হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে উভয় অনুষ্ঠানের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য খাস দোয়ার দরখাস্ত জানাইতেছি।

খাকছার

**মোঃ আবদুল জলিল**

মোতামাদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

## শুভ বিবাহ

১) বিগত ৩০শে আগষ্ট ১৯৮২ইং আহমদনগর মসজিদে জুমার নামায শেষে সেলসেলার মোয়াল্লেম জনাব মৌঃ মোঃ ইস্রাইল দিওয়ান সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ মুবারাকা বেগমের সহিত নিউসোনাতলা (বগুড়া) নিবাসী জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন (পিতা—মোঃ আজিজার রহমান)-এর শুভবিবাহ দুইহাজার এক টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী।

২) বিগত ১৩ই জুলাই ১৯৮২ইং ঢাকা দারুত-তবলীগ মসজিদে বাদ জুমা মানিকগঞ্জ (জিলা—ঢাকা) নিবাসী জনাব ডঃ আওলাদ হোসেন সাহেবের কন্যা মোছাঃ শাহিদা হোসেনের সহিত উথালী (জিলা—কুষ্টিয়া) নিবাসী মরহুম জনাব আমীর হোসেন সাহেবের পুত্র জনাব শরীফ আহমদ (এম, এস-সি, এল, এল, বি) এর শুভ বিবহ ২৫০০১ টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

উভয় বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*